জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, বাংলাদেশ

(২০০৯ সালের জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত একটি সংবিধিবদ্ধ স্বাধীন রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান)

বিটিএমসি ভবন (৯ম তলা)
৭-৯ কারওয়ান বাজার, ঢাকা- ১২১৫, ফোনঃ ০২- ৫৫০১৩৭২৬-২৮
ই-মেইলঃ info@nhrc.org.bd, complaint@nhrc.org.bd, ওয়েবসাইটঃ www.nhrc.org.bd

মানবাধিকার সবার জন্য সর্বত্র সমানভাবে

UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS 70 YEARS #STANDUP4HUMANRIGHTS

বিশ্ব মানবাধিকার দিবস

১০ ডিসেম্বর ২০১৭

ক্রোড়পত্র

بسم الله الرحمن الرحيم

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা।

২৬ অগ্রহায়ণ ১৪২৪
১০ ডিসেম্বর ২০১৭

বাণী

জনগণের মৌলিক অধিকার সমুন্নত রাখতে বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও 'বিশ্ব মানবাধিকার দিবস' পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

১৯৪৮ সালের এই দিনে জাতিসংঘ কর্তৃক মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষনাপত্র গৃহীত হয়। এর পর থেকে মানবাধিকারের প্রতি জাতিসমূহের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করতে প্রতিবছর ১০ ডিসেম্বর বিশ্ব মানবাধিকার দিবস পালিত হয়ে আসছে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সকল মানবাধিকার ও সুশাসনের নিশ্চয়তা বিধান করা হয়েছে। বর্তমান সরকার মানবাধিকার রক্ষায় বদ্ধপরিকর। সর্বস্তরে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন-২০০৯ প্রণয়ন এবং জাতীয় মানবাধিকার কমিশন গঠন করা হয়েছে। সরকার দারিদ্র্য বিমোচন, জনগণের জীবনমান উন্নয়নসহ মানবাধিকার রক্ষায় দেশ ও দেশের বাইরে নিরলস প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশ সম্প্রতি মিয়ানমার থেকে জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত বিপুল রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে মানবিক কারণে আশ্রয় দিয়ে মানবাধিকার রক্ষায় এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। মানবতার এ অনন্য নিদর্শন স্থাপনের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে 'Mother of Humanity' উপাধি প্রদান করা হয়েছে।

মানুষের মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠা ও সমুন্নত রাখার দায়িত্ব রাষ্ট্রের পাশাপাশি সকল প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তির। দেশের সকল নাগরিকের বিশেষ করে শিশু ও নারীর মানবাধিকার রক্ষায় সরকারি-বেসরকারি সংস্থার পাশাপাশি সর্বস্তরের জনগণকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানাচ্ছি। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন জনগণের বিশেষত অসহায় জনগোষ্ঠীর মানবাধিকার রক্ষায় কাজ করে যাচ্ছে। আমি আশা করি মানবাধিকার সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং মানবাধিকার লঙ্ঘণের ঘটনায় ভুক্তভোগীদের প্রতিকার পাওয়ার পথ সুগম করতে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনসহ সংশ্লিষ্ট সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর আন্তরিক প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে।

আমি 'বিশ্ব মানবাধিকার দিবস' উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করছি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন কী ও কেন

মানবাধিকার রক্ষা এবং তার উন্নয়নের প্রধান দায়িত্ব রাষ্ট্রের। রাষ্ট্র তার প্রশাসন, বিচার ও আইন বিভাগের মাধ্যমে জনগণের মানবাধিকার রক্ষায় কাজ করে। বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্র নিজ দেশের মানবাধিকার পরিস্থিতির উন্নয়নে রাষ্ট্রকে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদানের জন্য জাতীয় মানবাধিকার প্রতিষ্ঠান গঠন করে। রাষ্ট্র কর্তৃক গঠিত হলেও জাতীয় মানবাধিকার প্রতিষ্ঠানসমূহ স্বাধীনভাবে কাজ করে। তারা দেশের সার্বিক মানবাধিকার পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে এবং যথাযথ পর্যালোচনা শেষে রাষ্ট্রকে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদান করে। বিভিন্ন বিষয়ে নিজস্ব পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে সরকারকে মানবাধিকার পরিস্থিতি উন্নয়নে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদান করে এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের জন্য দায়ী ব্যক্তিদের তদন্তের মাধ্যমে চিহ্নিত করে তাদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য সরকারকে পরামর্শ প্রদান করে। দেশে দেশে এ ধরনের প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে বিশ্বের প্রায় ৬৭ টি রাষ্ট্রে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন রয়েছে।

বাংলাদেশে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন-২০০৯ দ্বারা ২০১০ সালের ২২ জুন মাসে একজন চেয়ারম্যান, একজন সার্বক্ষণিক সদস্য এবং পাঁচজন অবৈতনিক সদস্য সমন্বয়ে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন গঠিত হয়।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের কার্যাবলী

বাংলাদেশের জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের এখতিয়ার যথেষ্ট বিস্তৃত। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন এবং আন্তর্জাতিক মানবাধিকার চুক্তিসমূহ বাংলাদেশ যার পক্ষভুক্ত, ইত্যাদি দলিলপত্রে এই এখতিয়ার সংরক্ষিত। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন ২০০৯ এর ধারা-১২ অনুযায়ী কমিশনের কার্যাবলী নিম্নরূপ-

- দেওয়ানী কার্যবিধি, ১৯০৮ এর অধীন একটি দেওয়ানী আদালতের অনুরূপ ক্ষমতাবলে যে কোন ধরনের মানবাধিকার লঙ্ঘনজনিত অভিযোগের তদন্ত করা। কমিশনে অভিযোগ দায়ের না করা হলেও কমিশন স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে (suo moto) অভিযোগ গ্রহণ করতে পারবে;
- জেলখানা, থানা হেফাজত ইত্যাদি আটকের স্থান পরিদর্শন করে তার উন্নয়নের জন্য সরকারের কাছে সুপারিশ করা;
- হাসপাতাল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি সেবামূলক প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করে সে সবের উন্নয়নে সরকারকে সুপারিশ প্রদান;
- দেশের প্রচলিত আইনের আওতায় স্বীকৃত ব্যবস্থাসমূহ পর্যালোচনা করে এর কার্যকর বাস্তবায়নের জন্য সরকারকে সুপারিশ প্রদান;
- মানবাধিকার বিষয়ক বিভিন্ন আন্তর্জাতিক দলিলের ওপর গবেষণা করা এবং সেগুলোর বাস্তবায়নের জন্য সরকারকে সুপারিশ প্রদান;
- আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনের সঙ্গে দেশীয় আইনের সামঞ্জস্য ও সমন্বয় বিধানে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ;
- মানবাধিকার বিষয়ে গবেষণা করা এবং শিক্ষা ও পেশাগত প্রতিষ্ঠানে উহাদের বাস্তবায়নে ভূমিকা পালন করা;
- প্রচার, প্রকাশনা, সেমিনার, সিম্পজিয়াম, ওয়ার্কশপ এবং অনুরূপ অন্যবিধ ব্যবস্থার মাধ্যমে মানবাধিকার বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টি;
- আপোষের মাধ্যমে নিষ্পত্তিযোগ্য কোন অভিযোগ মধ্যস্থতা ও সমঝোতার মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা;
- মানবাধিকার সংরক্ষণ সংক্রান্ত বিষয়ে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যসহ অন্যান্যদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা;
- মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনায় সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি/ সেবাপ্রার্থীকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও দিক নির্দেশনা প্রদান;
- মানবাধিকার লঙ্ঘনের দায়ে আদালতে বিচারাধীন কোন মামলায় বা আইনগত কার্য ধারায় প্রয়োজনে পক্ষ হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা বা ভুক্তভোগীকে আইনি সহায়তা প্রদান করা।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনে অভিযোগ দায়েরের পদ্ধতি

কে অভিযোগ করতে পারেন?

জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে যে কোন বয়সের দেশী বা বিদেশী যে কোন ব্যক্তি কমিশনে অভিযোগ করতে পারেন। অর্থাৎ গ্রামের বা শহরের, সমতলের বা পাহাড়ী জনগোষ্ঠীর ধনী, গরীব, কৃষক, শ্রমিক, শিক্ষিত অথবা অশিক্ষিত যে কেউ কমিশনে অভিযোগ করতে পারেন। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি নিজে অথবা তাঁর পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানও অভিযোগ করতে পারেন। অবস্থা বিবেচনায় কমিশন স্ব-উদ্যোগেও অভিযোগ গ্রহণ করতে পারে।

কী ধরনের অভিযোগ করা যায়?

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে যে অধিকারগুলি সকল নাগরিককে দেওয়া হয়েছে তার লঙ্ঘন হলে বা লঙ্ঘনের আশঙ্কা তৈরি হলে বা স্বীকৃত আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনে বর্ণিত অধিকারসমূহ লঙ্ঘিত হলে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনে অভিযোগ করা যায়। কেউ যদি মনে করেন যে, মানুষ হিসাবে রাষ্ট্রের কাছে তাঁর জীবন, সমতা ও মর্যাদার যে অধিকার পাওনা আছে তা ক্ষুন্ন হয়েছে কিংবা ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় বা সরকারি সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান বা সংগঠন বা কোন জনসেবক বা কোন ব্যক্তি কর্তৃক মানবাধিকার (জীবন, অধিকার, সমতা ও মর্যাদা সংক্রান্ত অধিকার) লঙ্ঘন করা হয়েছে বা লঙ্ঘনের প্ররোচনা দেওয়া হয়েছে বা এই সব অধিকার লঙ্ঘন প্রতিরোধে অবহেলা করা হয়েছে তাহলে মানবাধিকার কমিশনে অভিযোগ করা যায়।

কীভাবে অভিযোগ দাখিল করবেন?

কমিশনের নির্ধারিত ফরমে অথবা সাদা কাগজে হাতে লিখে বা টাইপ করে, কমিশনের অফিসে নিজে অথবা প্রতিনিধির মাধ্যমে উপস্থিত হয়ে অথবা ডাক মারফত, ফ্যাক্স অথবা ইমেইলের মাধ্যমে অভিযোগ পাঠানো যায়। অভিযোগের সাথে অন্যান্য কাগজপত্র, ছবি, অডিও, ভিডিও ক্লিপ ইত্যাদি সংযুক্ত করা যেতে পারে।

অনলাইনে অভিযোগ দাখিল করবেন কীভাবে?

অনলাইনে অভিযোগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি সফটওয়ারের মাধ্যমে অভিযোগ দাখিল করা যায়। অনলাইনে অভিযোগ দাখিল করার জন্য ভিজিট করুনঃ www.complaint.nhrc.org.bd. এরপর পরবর্তী নির্দেশনা অনুসরণ করুন।

অভিযোগ দেওয়ার পর কী হয়?

(১) অভিযোগ গ্রহণ করার পর কমিশনের বাছাই সেল অভিযোগটির আইনগত দিক পরীক্ষা করে দেখবে;
(২) বাছাই সেল যদি দেখে যে আবেদনটি কমিশনের এখতিয়ারের বাইরে তাহলে অভিযোগকারীর কী করা উচিত সে বিষয়ে পরামর্শসহ পরবর্তী সাত দিনের মধ্যে অভিযোগকারীর ঠিকানায় লিখিত উত্তর পাঠাবে;
(৩) অভিযোগটি কমিশনের এখতিয়ারের মধ্যে হলে কমিশন অভিযোগের বিষয়টি তদন্ত করে দেখবে;
(৪) তদন্তে যদি মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয় প্রকাশ পায় তাহলে কমিশন অভিযোগকারী এবং অভিযুক্তের মধ্যে উদ্ভূত বিরোধটি মধ্যস্থতা ও সমঝোতার মাধ্যমে নিষ্পত্তির চেষ্টা করবে;
(৫) মধ্যস্থতা সফল না হলে মানবাধিকার লঙ্ঘনকারী ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা বা অন্য কোন কার্যধারা দায়ের করার জন্য কমিশন যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে সুপারিশ করবে।

মনে রাখবেন

(১) অভিযোগ করা বা অভিযোগ সম্পর্কে খোঁজ নেওয়া, অভিযোগ করার আগে পরামর্শ করা ইত্যাদির জন্য অভিযোগ দায়ের থেকে নিষ্পত্তির কোন পর্যায়েই কোনো আর্থিক লেনদেন/ খরচ করার প্রয়োজন হয় না।
(২) কমিশনের মূল লক্ষ্য হচ্ছে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান যেন তার ক্ষমতার অপব্যবহার করে নাগরিকের মর্যাদা, সম্মান, সমতা ইত্যাদির অধিকার লঙ্ঘন করতে না পারে তার প্রতি লক্ষ্য রেখে দেশের সার্বিক মানবাধিকার পরিস্থিতির সংরক্ষণ ও উন্নয়ন করা।

সতর্কীকরণঃ

কিছু ভুঁইফোর সংগঠন নামের সাথে কমিশন নাম ব্যবহার করে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের নামে জনগণের সাথে প্রতারণা করে থাকে। কমিশনের সদস্য পদ দেওয়া/ মানবাধিকার সেবা প্রদানের নামে জনগণের কাছ থেকে অর্থ আদায় করে থাকে। এ ধরণের সংগঠনের প্রতারণা থেকে সতর্ক থাকার জন্য সর্বসাধারণকে অনুরোধ করা হল।

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২৬ অগ্রহায়ণ ১৪২৪
১০ ডিসেম্বর ২০১৭

বাণী

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশেও ১০ ডিসেম্বর ২০১৭ বিশ্ব মানবাধিকার দিবস পালন করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষে আমি বাংলাদেশসহ বিশ্বের অগণিত মানুষকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। বিশ্বের শোষিত-নিপীড়িত মানুষের সংগ্রামের প্রতি সংহতি প্রকাশ করছি।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন শোষিত, নির্যাতিত, মেহনতি মানুষের বন্ধু। তিনি আজীবন বঞ্চিত মানুষের অধিকার আদায়ের জন্য সংগ্রাম করেছেন। জাতির পিতা বলেছিলেন, 'বিশ্ব আজ দু'ভাগে বিভক্ত, একদিকে শোষক, আরেকদিকে শোষিত- আমি শোষিতের পক্ষে'। তাঁর নেতৃত্বে ১৯৭২ সালে প্রণীত বাংলাদেশের প্রথম সংবিধানে গণতন্ত্র ও মানবাধিকারকে রাষ্ট্র পরিচালনার অন্যতম মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করা হয়।

আওয়ামী লীগ সরকার দেশের জনগণের মানবাধিকার সুরক্ষায় বদ্ধপরিকর। ২০০৯ সালে সরকার পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে আমরা জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ করি। আমরা জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন প্রণয়ন ও জাতীয় মানবাধিকার কমিশন গঠন করি। সরকার ইতোমধ্যে কমিশনকে ৪৮ জন জনবল প্রদান করেছে। কমিশনকে আরও শক্তিশালী করতে বাজেটে বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে। ফলে কমিশন স্বাধীন এবং নিরপেক্ষভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

আমরা স্বাধীন বিচার বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেছি। সংবিধান সংশোধন করে অবৈধভাবে ক্ষমতা দখলের পথ বন্ধ করেছি। আমরা সকল মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিচার করার মাধ্যমে দেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় কাজ করে যাচ্ছি। জাতির পিতার হত্যার বিচারের রায় কার্যকর করা হয়েছে। '৭১ এর যুদ্ধাপরাধী-মানবতাবিরোধীদের বিচারের রায় কার্যকর করা হচ্ছে।

বাংলাদেশ মানবাধিকার সুরক্ষার লক্ষ্যে শ্রমিক, শিশু, নারী অধিকার কনভেনশনসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক দলিল স্বাক্ষর ও অনুসমর্থন করেছে। সকল মানুষের মানবাধিকার সুরক্ষা, সমধিকার, অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন নিশ্চিতকরণে এবং উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় পিছিয়েপড়া জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্তকরণে সরকার বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে।

আমি সরকারের পাশাপাশি মানবাধিকার সুরক্ষার কাজে নিয়োজিত বেসরকারি ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থা, উন্নয়ন সহযোগী, সিভিল সোসাইটি, গণমাধ্যম, মালিক ও শ্রমিক সংগঠনসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে আরও কার্যকর ভূমিকা পালনের আহ্বান জানাই।

আমি বিশ্ব মানবাধিকার দিবস উপলক্ষে আয়োজিত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন কর্তৃক আয়োজিত বিশ্ব শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবসের অনুষ্ঠানে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি (মাঝে) মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যানকে (ডানে) ক্রেস্ট প্রদান করছেন। সাথে আছেন আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মাননীয় মন্ত্রী (বামে)।

কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র পরিদর্শন করছেন মাননীয় চেয়ারম্যান এবং সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের মাননীয় বিচারপতি এম. ইমান আলী।

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ও মানবাধিকার বিষয়ক আলোচনা সভায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এসডিজি বিষয়ক মূখ্য সমন্বয়ক মোঃ আবুল কালাম আজাদ, কমিশনের চেয়ারম্যান, সদস্যবৃন্দ ও বিজ্ঞ আলোচকবৃন্দ।

চেয়ারম্যান
জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

২৬ অগ্রহায়ণ ১৪২৪
১০ ডিসেম্বর ২০১৭

বাণী

মানুষের জীবন, অধিকার, সমতা এবং মর্যাদাপূর্ণ জীবন যাপনের জন্য অত্যাবশ্যকীয় সুযোগ সুবিধাগুলিই মানবাধিকার। মানবাধিকার মানুষের জন্মগত অধিকার। অধিকারগুলি কেউ কখনো কারো কাছ থেকে কেড়ে নিতে পারে না। ১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর জাতিসংঘে মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণাপত্র গ্রহণ করা হয়। সেখানে মানুষের মৌলিক মানবাধিকারগুলি চিহ্নিত করা হয়েছে। এ জন্য ১০ ডিসেম্বর আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবস হিসাবে পালিত হয়।

বাংলাদেশ- এর মহান মুক্তিযুদ্ধের ঘোষণাপত্রে সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার যে অঙ্গীকার রয়েছে তা মানবাধিকারেরই মূলমন্ত্র। আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবসের এবারের প্রতিপাদ্য Let's stand up for equality, justice and human dignity আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের ঘোষণাপত্রের অঙ্গীকারের প্রতিফলন।

ইতোমধ্যে মানবাধিকার সুরক্ষায় বাংলাদেশে বেশ কিছু অগ্রগতি হয়েছে যার ফলে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নারীর ক্ষমতায়নে বিশেষ অবদানের জন্য UN WOMEN এর পক্ষ থেকে 'প্ল্যানেট ৫০-৫০ চ্যাম্পিয়ন' পুরস্কার লাভ করেছেন; লিঙ্গ সমতা ও নারীর ক্ষমতায়নে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ Global Partnership Forum এর পক্ষ থেকে পেয়েছেন 'এজেন্ট অব চেঞ্জ এ্যাওয়ার্ড'। মিয়ানমারে নির্যাতিত হয়ে পালিয়ে আসা রোহিঙ্গাদের মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলাদেশে আশ্রয় দিয়েছেন এবং অন্ন, বস্ত্র, চিকিৎসাসহ মৌলিক অধিকার সুরক্ষা করে পেয়েছেন 'Mother of Humanity' উপাধি।

বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার ও যুদ্ধাপরাধীদের বিচার সম্পন্ন করার মাধ্যমে বিচারহীনতার সংস্কৃতি থেকে আমরা বেরিয়ে আসতে পেরেছি। অন্যদিকে, হত্যা, নারী, শিশু ও সংখ্যালঘুদের প্রতি সহিংসতা, গুম/ নিখোঁজের মত অপরাধ বৃদ্ধি পাওয়ায় রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলো যদি আরও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ ও তৎপর না হয় তবে আমাদের এসকল অর্জন ম্লান হয়ে যাবে। আমি বিশ্বাস করি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদিচ্ছা ও গতিশীলতা যদি রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলো অনুসরণ করে তবে দেশের মানবাধিকার পরিস্থিতির কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন সম্ভব।

মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার মূলদর্শনকে ধারণ করে মানবাধিকার কমিশন এগিয়ে যাচ্ছে। এ লক্ষ্যে জনবল ও প্রয়োজনীয় সম্পদের অপ্রতুলতা সত্ত্বেও কমিশন বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। গত ০২ আগস্ট ২০১৬ তারিখে দায়িত্ব গ্রহণ করার পর থেকে চেয়ারম্যান হিসাবে আমি অন্যান্য সদস্যবৃন্দের সাথে আলোচনা করে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছি। কমিশন ইতিমধ্যে কারওয়ান বাজারে কার্যালয় স্থানান্তর করেছে; রাঙ্গামাটি ও খুলনা জেলায় আঞ্চলিক কার্যালয় স্থাপন করেছে; ১১ টি বিষয়ভিত্তিক কমিটি পুনর্গঠন করেছে যেখানে মানবাধিকার সম্পর্কিত এনজিও ও নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিবর্গ অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন; অনলাইন অভিযোগ ব্যবস্থাপনা কার্যকর করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে; দ্রুত ও সহজে অভিযোগ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে ভিডিও কনফারেন্স সিস্টেম চালু করার বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এছাড়াও, কমিশনকে আরও শক্তিশালী করার জন্য ১৪১ জন জনবলের অরগানোগ্রাম ও প্রয়োজনীয় সম্পদ বরাদ্দের অনুরোধ জানিয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে এবং আমরা সরকারের কাছ থেকে এ বিষয়ে ইতিবাচক সাড়া পেয়েছি।

মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনায় কমিশন অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তির পাশাপাশি দেশব্যাপী জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করছে। নাসিরনগরে হিন্দু সম্প্রদায়ের ঘরে হামলা, গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জে সাঁওতাল সম্প্রদায়ের ওপর হামলা, বনানীতে বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রী ধর্ষণ, খাদীজার ওপর আক্রমণ ও সাম্প্রতিক কিছু গুম/ নিখোঁজের মত বেশ কিছু ঘটনায় কমিশন জোরালো প্রতিবাদ জানানোর পাশাপাশি কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। মানবাধিকার সম্পর্কিত এসডিজি বাস্তবায়নে কমিশন সক্রিয় ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। মিয়ানমার থেকে পালিয়ে আসা রোহিঙ্গাদের নিজ দেশে ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য মিয়ানমারের ওপর আন্তর্জাতিক চাপ সৃষ্টির লক্ষ্যে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিসরে জনমত গঠনের ক্ষেত্রে সরকারের পাশাপাশি কমিশন জোর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন সকলকে নিয়েই এগিয়ে যেতে চায়, শক্তিশালী করতে চায় দেশে মানবাধিকার সংস্কৃতি নির্মাণে সকল শুভ উদ্যোগকে।

কাজী রিয়াজুল হক

মানবাধিকার উন্নয়ন ও সুরক্ষার লক্ষ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) বাস্তবায়নসহ মানবাধিকার কমিশনের বিভিন্ন পদক্ষেপসমূহ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে অবহিত করছেন কমিশনের চেয়ারম্যান।

কক্সবাজারের উখিয়ায় রোহিঙ্গা ক্যাম্প পরিদর্শন করছেন চেয়ারম্যান।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন কর্তৃক আয়োজিত রোহিঙ্গা সংকট সমাধান বিষয়ক গোলটেবিল বৈঠকে কমিশনের চেয়ারম্যান, সদস্যবৃন্দ ও বিজ্ঞ আলোচকবৃন্দ।

Sida
SWEDISH INTERNATIONAL DEVELOPMENT COOPERATION AGENCY
MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF DENMARK DANIDA
Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra
UNDP Empowered lives. Resilient nations.